W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 128 /WBHRC/SMC/2017

Date: 31. 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Dainik Statesman, a Bengali daily dated 31.03.2017, captioned 'বিএন বসু হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ'

Investigating Wing of WBHRC is directed to conduct investigation and submit a detailed report in this regard before the Commission by 2nd May 2017

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl: News Item Dt. 31.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper and upload in the website.

বিএন বসু হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, ৩ মার্চ— এক রোগীর মৃত্যু ঘিরে বারাকপুর বিএন বসু হাসপাতালে বৃহস্পতিবার সকালে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতের পরিবারের লোকজন চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে এদিন সরব হয়। তারা এদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে একটি অভিযোগও করেছে।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বিশ্বনাথ সামন্ত (২৮)। বাড়ি বারাকপুর শঙ্খ বণিক কলোনি এলাকায়। স্ত্রী শম্পা ও ৬ বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। মলদ্বারে লোমফোঁড়া নিয়ে গত শনিবার সকালে বারাকপুর বি এন বসু হাসপাতালে ভর্তি হন বিশ্বনাথ। তিনি পেশায় শাঁখারি ছিলেন। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থাকার পর গত মঙ্গলবার তাঁর অপারেশন হয়। অপারেশনের পর থেকে দু'দিন তিনি মোটামুটি ভালোই ছিলেন। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ঠিকঠাক কথাবার্তাও নাকি বলেছেন। তাঁরাও ভেবেছিলেন আস্তে আস্তে সুস্থতার দিকেই এগোচ্ছে বিশ্বনাথ সামন্তর শারীরিক অবস্থা। কিন্তু আচমকাই ঘটল ছন্দপতন।

বৃহস্পতিবার সকালে তাঁরই পাশের বেডে থাকা প্রতিবেশী এক রোগীর পরিবার মারফত বিশ্বনাথের বাড়িতে খবর দিয়ে বলা হয়, ওঁর অবস্থা খুব খারাপ। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে আসতে। অভিযোগ, হাসপাতালের বেডে শুয়ে বিশ্বনাথ ঘণ্টাখানেক ধরে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করলেও কেনিও চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করতে এগিয়ে আসেননি। এমনকি কোনও নার্সও নাকি এগিয়ে যাননি। এরই মধ্যে খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন হাসপাতালে পৌঁছে দেখেন বিশ্বনাথের চোখ দু'টি বন্ধ এবং হাত-পা বাঁধা নিস্তেজ অবস্থায় রয়েছে। বাড়ির লোককে দেখে হতভম্ব হয়ে যান কর্তব্যরত নার্সরা। পিঠ বাঁচাতে তাঁদের মধ্যে থেকে এক নার্স তৎক্ষণাৎ বিশ্বনাথকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। সেইমতো বাড়ির লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে রাস্তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের শ্বশুর বিশ্বজিৎ সেন ও জামাইবাবু রণজিৎ সেন বলেন, হাসপাতালে ভর্তি থাকা কোনও রোগীর অবস্থা যদি সংকটজনক হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়িতে জানানো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। কিন্তু হাসপাতালের তরফে তাঁদের কিছুই জানানো হয়নি। অন্যের কাছ থেকে খবর পেয়ে তাঁরা যখন হাসপাতালে গিয়েছেন, ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, অনেকক্ষণ ধরে বিশ্বনাথ অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করলেও কোনও চিকিৎসকই এদিন তাঁর চিকিৎসা করেননি। স্বাভাবিক কারণে চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃতের আত্মীয়-পরিজনরা বিএন বসু হাসপাতালে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হয় তাঁদের। উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়তে থাকায় টিটাগড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতের বাড়ির লোককে সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেন। এদিনই মৃতের পরিবারের তরফে টিটাগড় থানায় একটি অভিযোগ করা হয়। হাসপাতাল সুপার সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, যদি কারওর কোনও গাফিলতি থাকে, তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।